

Surname						Other Names					
Centre Number						Candidate Number					
Candidate Signature											

Leave blank
-------------

General Certificate of Education  
 June 2004  
 Advanced Subsidiary Examination



**BENGALI**  
**Unit 1**

**BEN1**

Monday 24 May 2004 9.00 am to 12 noon

<p><b>In addition to this paper you will require:</b>          the text for Section 1 on an insert (enclosed).</p>
--

Time allowed: 3 hours

**Instructions**

- Use blue or black ink or ball-point pen.
- Fill in the boxes at the top of this page.
- Answer **all** the questions in the spaces provided.
- Do all rough work in this book. Cross through any work you do not want marked.

**Information**

- The maximum mark for this paper is **100**.
- Mark allocations are shown in brackets.
- The use of dictionaries is **not** permitted during this examination.
- You should note that the quality of your written language in both Bengali and English will be taken into account when awarding marks.  
**You should try to use your own words as much as possible** and to write as accurately and neatly as possible.
- If you need extra paper, use the Supplementary Answer Sheets.
- This unit is divided into 3 sections.

Section 1      40 marks  
 Section 2      15 marks  
 Section 3      45 marks

For Examiner's Use			
Section	Mark	Section	Mark
1			
2			
3			
Total (Column 1)	→		
Total (Column 2)	→		
TOTAL			
Examiner's Initials			

## ১ বিভাগ

১. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। উত্তর দেওয়ার সময়ে উপরের লেখাটির কোনো অংশ হুবহু উদ্ধৃত করবে না।

ক. গল্পটিতে বর্ষায় প্রকৃতির রূপকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? (তিনটি বিষয় লেখো।)

.....  
 .....  
 .....  
 (3 marks)

খ. কবিতার সঙ্গে মামার সম্পর্ক কেমন? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....  
 .....  
 (2 marks)

গ. ছোটবেলায় কবিতাদের থাকার জায়গাটা কেমন ছিলো? (দুটি বিষয় লেখো।)

.....  
 .....  
 (2 marks)

ঘ. সকালবেলায় মেয়েটি কি করতো? তার মনের অবস্থা কেমন হতো?

.....  
 .....  
 .....  
 (3 marks)

ঙ. কবিতাকে নিয়ে মা উদ্ভিগ্ন কেন? তিনি কিভাবে দায়মুক্ত হতে চান?

.....  
 .....  
 (2 marks)

চ. মায়ের মতে, মেয়েদের সৌখিনতা কী?

.....  
 (1 mark)

২. কবিতা সম্পর্কে বিভিন্নজন যেসব মন্তব্য করেছে, সে বিষয়ে তোমার নিজের ভাষায় ৫টি বাক্য লেখো।

ক. ....

.....

খ. ....

.....

গ. ....

.....

ঘ. ....

.....

ঙ. ....

.....

(5 marks)

5

**TURN OVER FOR THE NEXT QUESTION**

**Turn over ▶**

৩. “কবিতার কথা” গল্পটিতে ব্যবহৃত নিচের বিশেষণগুলিকে বিশেষ্যে পরিণত করো। তারপর সেই বিশেষ্য দিয়ে বাক্য তৈরি করো।

	বিশেষণ	বিশেষ্য	বাক্য
উদাহরণ	ঝড়ো	ঝড়	গত কাল এখানে খুব ঝড় হয়েছে।
ক.	উদার		
খ.	রক্তিম		
গ.	চারিত্রিক		
ঘ.	চিত্তিত		
ঙ.	সংসারী		

(5 marks)

5

৪. উপরের লেখা অনুযায়ী নিচের বাক্যগুলি সত্য, মিথ্যা, নাকি এই লেখায় এসব বাক্যের কোনো উল্লেখ নেই? ঠিক ঘরে টিক (✓) দিয়ে দেখাও:

	বাক্য	সত্য	উল্লেখ নেই	মিথ্যা
ক.	প্রকৃতির রূপ দেখে কবিতা বিরক্ত হয়েছিলো।			
খ.	মামার সঙ্গে কবিতার খুব ভাব।			
গ.	ছেলেবেলায় কবিতারা শহরে থাকতো।			
ঘ.	ওদের বাড়ির সামনে ছিলো বিরাট মাঠ।			
ঙ.	সন্ধ্যায় সূর্য ডোবা দেখার জন্যে কবিতা বসে থাকতো।			
চ.	মামাকে সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো।			
ছ.	মামার মতে, ঘর-সংসারের কাজের জন্যে প্রতিভার দরকার।			

(7 marks)

7

৫. নিচে মাঝখানকার কলামে যে-সব শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আছে, উপরের লেখায় ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি দিয়ে সেগুলি বদল করো। কিন্তু এমনভাবে বদল করবে, যাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন না-হয়। নিচে প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ / শব্দ-সমষ্টি	উপরের লেখায় ব্যবহৃত শব্দ / শব্দ-সমষ্টি
উদাহরণ	অগোছালো	এলোমেলো
ক.	যার ক্লাস্তি নেই	
খ.	আওয়াজ	
গ.	আপন জন	
ঘ.	যিনি লেখেন	
ঙ.	অদৃশ্য	

(5 marks)

5

৬. নিচে দ্বিতীয় কলামে যে-শব্দগুলি আছে, সেগুলির বিপরীত শব্দ লেখো। তারপর সেই বিপরীত শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করো। বিপরীত শব্দগুলি উপরের লেখা থেকে নেওয়ার দরকার নেই। প্রথমে একটি উদাহরণ দেওয়া আছে।

	শব্দ	বিপরীত শব্দ	বাক্য
উদাহরণ	আলো	অন্ধকার	অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।
ক.	আসল		
খ.	ভেতর		
গ.	সামনে		
ঘ.	শেষ		
ঙ.	নরম		

(5 marks)

5

Turn over ▶

## ২ বিভাগ

৭. নিচের লেখাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করো।

জামীরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কিছুদিন আগে। কলেজের ট্যালেন্ট-শোতে ছেলেটি আবৃত্তি করেছিলো নিজের লেখা একটি কবিতা। সে ঢাকায় স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছে। তারপর এ দেশে এসে কলেজে ভর্তি হয়েছে। দেশে ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে লেখাপড়া করেছে। তাই এ দেশে এসে ছাত্র এবং শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলতে ওর কোনো অসুবিধা হয় না। জামীরের বাবা হাই-কমিশনে ভালো চাকরি করেন। ওর মা ঢাকা কলেজে শিক্ষিকা ছিলেন। প্রায় ছ মাস আগে ওর বাবা এ দেশে এসেছেন। ওরা থাকে উত্তর লন্ডনের হাইগেইট হিলের কাছাকাছি। জামীরের ইচ্ছা এ-লেভেলের পর জার্নালিজম পড়ার। সে সাংবাদিক হতে চায়। কিন্তু ওর বাবা-মা চান, ও ডাক্তার হোক। কারণ ওঁরা মনে করেন যে, দেশে-বিদেশে ডাক্তারের খুব অভাব। জামীর ভাবে তার বাবা-মায়ের আশা সফল হবে কি? হ্যাঁ, অবশ্যই হবে। কারণ সে জানে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।

(15 marks)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### ৩ বিভাগ

৮. জাতীয় লটারি সম্পর্কে নিচে কিছু পত্রিকার মন্তব্য আছে। এ বছরের লটারির অর্থ কোন ক্ষেত্রে ব্যয় করা উচিত, এ বিষয়ে জাতীয় লটারির সেক্রেটারির কাছে অন্তত ২০০ শব্দে তোমার মতামত জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

#### জাতীয় লটারি

প্রতি বছর জাতীয় লটারির টীকাপয়সা বিভিন্ন উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন, পরিবেশ সংরক্ষণ, রি-সাইকেলিং, খেলার মাঠ ও পার্ক বাড়ানো। সমাজ-সেবামূলক কাজেও এই অর্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন, বাড়িঘর নির্মাণ ও ইয়ুথ প্রজেক্টে। স্কুল বিল্ডিং মেরামত এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার কাজেও এ অর্থ ব্যয় করা হয়। এ ছাড়া, বেকারদের জন্যে কাজের অনুসন্ধান, বিশেষ ট্রেনিং দান, ক্যান্সার/এইডস ইত্যাদি রোগ নিয়ে গবেষণার কাজেও লটারি তহবিলের টীকাপয়সা দেওয়া হয়।

অনেকে অবশ্য প্রশ্ন করেন যে, লটারির অর্থ কি সত্যি সত্যি জনগণের সেবার কাজে ব্যয় করা হচ্ছে? সমাজের অবহেলিত গরিব-দুঃখীদের ভাত-কাপড়, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, শিক্ষাদান এবং অভাব দূরীকরণে জাতীয় লটারি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে কি?

(45 marks)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Turn over ►

A large rectangular area with a solid top border and a solid right border. The interior is filled with approximately 30 horizontal dotted lines, spaced evenly down the page, providing a writing surface.





---

**THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE**

---

**THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE**

**THERE ARE NO QUESTIONS PRINTED ON THIS PAGE**

**Acknowledgements of copyright-holders and publishers**

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright owners have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements in future if notified.

Copyright © 2004 AQA and its licensors. All rights reserved.

“কবিতার কথা”

নিচের লেখাটি পড়ো এবং নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর দাও:

অক্লান্ত বর্ষণ বাইরে। সেই সাথে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। মেঘের পরে মেঘ জমেছে। ঘন কালো মেঘের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে আকাশটা। দুপুরেই যেন সন্ধ্যা নেমে এসেছে চারদিকে। একটানা বৃষ্টির শব্দ আর সেই সাথে নারকেল গাছের দীর্ঘ বাহুর মাতলামো কেমন যেন এক রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ঘরের ভেতরটা প্রায় অন্ধকার, তবু আলো জ্বালাতে ইচ্ছে হয়নি। জানালার পাশে বসে প্রকৃতির সাথে একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো কবিতা।

হ্যাঁ, কবিতাই ডাকে ওকে সবাই। যদিও ওর আসল নাম কাকলি চৌধুরী। ওর একমাত্র মামা মামুন রশিদ ওর নাম রেখেছেন কবিতা। মামুন মামা বলেন, কবিতা নামটি শুধুই ওর জন্যে। কবিতার অত্যন্ত প্রিয়জন আর অকৃত্রিম বন্ধু হলেন এই মামা। সেই শৈশব থেকে এখন পর্যন্ত কবিতার সবকিছুতেই আছে যার উদার সমর্থন। ছেলেবেলায় মতিঝিলে থাকতো ওরা। ওদের বাড়ির সামনে ছিলো একটা বকুল আর শিউলি ফুলের গাছ। কবিতা খালি পায়ে ভোরের শিশির ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতো আপন মনে। বাসি কাজলের চোখ। বুকুর দু পাশ দিয়ে দুলতো দুটো বেণী। ঝিরঝিরে বৃষ্টির মতো চোখে মুখে টুপটাপ শিউলি আর বকুলের স্পর্শ। ... কী যে ভালো লাগতো!

বাড়ির পেছনের মাঠটা বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যখন ব্যস্ত থাকে গোল্লাছুট, কাবাডি আর কানামাছির গুঞ্জনে, কবিতা নামের ভাবুক মেয়েটি তখন বিরাট দালানের সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করে পড়ন্ত বেলার। কারণ ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম ছটায় পশ্চিমের আকাশটা যে ওর না-দেখলেই নয়। বাবা তখন বলতেন –

“ঘর-কুনো আলসে মেয়ে!”

কিন্তু মামা জানেন যে, কবিতা হচ্ছে ছাই-চাপা আঙুন। মামার ঘরে বসে ও প্রায়ই আবৃত্তি করে শোনাতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত আর জীবনানন্দ দাশের কবিতা।

সম-বয়সীরা ওকে বলে বইয়ের পোকা। বাবা আক্ষেপ করে বলেন, “কলেজে পড়ে, অথচ ঘরের কাজকর্ম সে কিছুই শিখলো না।” মামা এর প্রতিবাদ করে বলেন, “ঘর-সংসারের কাজ? সে তো যে-কেউ করতে পারে! এর জন্যে কোনো প্রতিভার দরকার হয় না। কিন্তু আমার কবিতা মায়ের প্রতিভা হলো বিধাতার দান। ও হচ্ছে অসাধারণ মেয়ে।”

কলেজে কবিতার সংযত রূপ, ব্যক্তিত্ব আর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মন কেড়ে নিলো সবার। কিন্তু ও যেন সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। মা বিশেষ চিন্তিত্ব হলেন। কলেজে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা, চোখের আড়ালে কখন কি ঘটে বলা যায় না। তার চেয়ে ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে কিছুটা দায়মুক্ত হওয়া যেতো।

সেদিন রান্নাঘরেই মা কবিতাকে বেশ বকাঝকা করলেন।

“সৌখিনতা না-করে হাতের কাছে একটু থাকলেও তো পারিস! ঘরের কাজকর্ম কিছুই শিখলি না। গল্প, গান, কবিতা - এসব করেই কি কাটবে তোর? কবি, লেখক, গায়ক হওয়া – এসব হচ্ছে ছেলেদের জন্যে, মেয়েদের আবার এসব কি?”

মায়ের কথায় চোখ ভিজে এলো কবিতার। সত্যিই তো সে সংসারী হলো না, হলো কাব্য-প্রেমিক!